প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা
জেলার নাম: **গাজীপুর**
সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০৪ টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**ভাওয়াল রাজবাড়ী**		গাজীপুর সদর	২৪°০০'০২.৪" উ. ৯০°২৫'৩১.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৬ এপ্রিল, ২০১৭ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭১)	ভাওয়াল রাজবাড়ী নির্মাণ শুরু করেন লোক নারায়ণ রায় এবং সমাপ্ত করেন রাজা কালী নারায়ণ রায়। ১৫ একর জমির উপরে এর মুল প্রাসাদ অবস্থিত। দক্ষিণ দিকে এর মূল প্রবেশপথ। প্রবেশপথটি বর্গাকার এবং এর ৪ কোণে ৪টি স্তম্ভ স্থাপন করে উপরে ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রবেশপথের কাঠামোর একদিকের দৈর্ঘ্য ২০ মিটার এবং প্রবেশপথের পরে একটি প্রশস্ত বারান্দা রয়েছে। এর পরে হল ঘরের অবস্থান। হল ঘরের পূর্ব ও পশ্চিমে ৩টি করে বসার কক্ষ রয়েছে। ১৮৯৭ সনের ভূমিকম্পের পর ভাওয়াল রাজবাড়ীর রাজবিলাসসহ অন্যান্য ইমারতসমূহ পুন:নির্মাণ করা হয়।
২.	**ভাওয়াল রাজ পরিবারের মঠ** (শ্মশান ঘাট শিব মন্দির)		গাজীপুর সদর জয়দেবপুর	২৪°০০'২৫.৩"উ. ৯০°২৫'৫০.৫"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৬ এপ্রিল, ২০১৭ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭১)	গাজীপুরের জয়দেবপুরের ভাওয়াল রাজবাড়ী থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার উত্তরে মৃতপ্রায় চিলাই নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ভাওয়াল রাজ পরিবারের মঠ (শ্মশান ঘাট শিব মন্দির)। এটি ছিল ভাওয়াল রাজপরিবারের সদস্যদের শবদাহের স্থান। এখানে পরিবারের মৃত ব্যক্তিদের নামে সৌধ নির্মাণ ও নামফলক স্থাপন করা হত। এ শ্মশান চত্বরে ১টি শিবমন্দির রয়েছে। জানা যায় যে, ভাওয়ালের জমিদার জয়দেব নারায়ণের দৌহিত্র লোক নারায়ণ রায় ১২৫০ বঙ্গাব্দ থেকে ১২৬০ বঙ্গাব্দের মধ্যে গড়ে তোলেন এ ভাওয়াল রাজশ্মশান। তবে ঐতিহাসিকদের মতে, মূল শ্মশানের কাজে হাত দিয়েছিলেন রাজা কীর্তি নারায়ণ রায়।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩.	**বড়ইবাড়ী প্রত্নস্থল**		কালিয়াকৈর	-	বাংলাদেশ গেজেট ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫১)	প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে চার বাহু বা বহি:প্রাচীর বেষ্টিত বিশাল আয়তনের খোলা চত্বর ও অন্যান্য ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামো উম্মোচিত হয়। প্রাচীর বেষ্টিত এ বিশাল এলাকাটি আয়তাকার এবং উত্তর-দক্ষিণ লম্বা।
৪.	**দরদরিয়া দূর্গ**		**কাপাসিয়া**	-	বাংলাদেশ গেজেট ১৬ মার্চ, ২০২৩ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৮)	২০১৫ সালে কাপাসিয়া উপজেলায় প্রত্নানুসন্ধান কার্যক্রম চলাকালে দর দারিয়া দূর্গের অভ্যন্তরস্থ রাণীর ভিটার ৪টি স্থানে পরীক্ষামূলক উৎখননে দূর্গের ইট নির্মিত বেষ্টনী প্রাচীরের অংশ বিশেষ উন্মোচিত। অন্ত:দূর্গ প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য, নির্মাণশৈলী, নির্মাণ পর্যায় ইত্যাদি জানার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে তিনটি খনন খাদে উৎখনন পরিচালন কালে ৩০ মি: লম্বা একটি দেয়ালের অংশ উন্মোচিত হয় যা দূর্গের অন্ত:প্রাচীরের অংশ বলে মনে করা হয়। দূর্গটির প্রাচীর অংশ ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পশ্চিম প্রান্তের ইটের গাঁথুনি বর্তমানে অবশিষ্ট নেই। শুধু পূর্ব প্রান্তে ইটের গাঁথুনি এখনো রয়েছে। দূর্গ প্রাচীরের অভ্যন্তরভাগ অর্থাৎ 'রাণীর ভিটা' বা ভিটার তুলনামূলক উচু স্থানগুলিতে দীর্ঘদিন বসতি গড়ে উঠায় খননের ফলে কোন স্থাপত্য কাঠামো দেখতে পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হয় অনেক আগেই এখানে স্থাপত্য কাঠামো পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে বিক্ষিপ্তভাবে বেশ কিছু ইটের টুকরা ও মৃৎপাত্রের টুকরা পাওয়া যায়। যা দেখে দুর্গটিকে প্রাক মুসলিম আমলে অর্থাৎ দশম শতকের পূর্বে নির্মিত হয়